বাংলাদেশ সোসাইটি–পূজা ও সংস্কৃতি'র উদ্যোগে রবীন্দ্র–নজরুল–সুকান্ত জয়ন্তী উদ্‌যাপিত

গত ৯ বছরের ধারাবাহিকতায় 'বাংলাদেশ সোসাইটি–পূজা ও সংস্কৃতি' (বি.এস.পি.সি.) এবছরও সারম্বরে উদ্‌যাপন করলো 'রবীন্দ্র–নজরুল–সুকান্ত জয়ন্তী' অনুষ্ঠান। গত ১৪ই মে শনিবার স্থানীয় বোটানি টাউন হল, বোটানিতে অনুষ্ঠিত হয় এ তিন কবির জন্ম–জয়ন্তী অনুষ্ঠান। এ দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে বরাবরের মত প্রথমার্ধে ছিল বি.এস.পি.সি.'র ছেলে–মেয়েদের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের উপর বক্তৃতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, এবং দ্বিতীয়ার্ধে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারীরা

বক্তৃতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বিকাল ৫ঃ৩০ মিনিটে। বক্তৃতায় অংশগ্রহনকারীরা ছিল প্রাথমিক স্কুলগামী ছাত্র–ছাত্রীরা আর বিতর্কে অংশগ্রহনকারীরা ছিল উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগামী ছাত্র–ছাত্রীরা। এবারের বক্তৃতার বিষয় ছিল 'Why knowing Bangladesh is important to me', আর বিতর্কের বিষয় ছিল 'Children of Bangladeshi descents in Australia must learn Bengali as a second language'। উভয় অংশেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছেলে–মেয়েরা অংশগ্রহন করে এবং খুব সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন করে। বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা নিয়ে আমাদের নতুন প্রজন্মের পরিবেশীত এ বক্তৃতা ও বিতর্ক উপস্থিত সকলের ভুয়শী প্রশংসা অর্জন করে।

প্রথম পর্ব শেষে স্বল্প মূল্যে পরিবেশীত হয় রাতের খাবার। খাবারের পর সন্ধ্যা ৭ঃ৩০ মিনিটে শুরু হয় রবীন্দ্র–নজরুল–সুকান্ত জয়ন্তী অনুষ্ঠান। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০তম জন্মবার্ষিকীকে বিশেষভাবে সম্মান জানাতে এবারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছিল বাংলাদেশের ষড়ঋতুকে কেন্দ্র করে। পুরো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি রবীন্দ্র, নজরুল ও সুকান্ত জয়ন্তী এ তিনটি ছোট পর্বে বিভক্ত করা হয়েছিল।

দলীয় প্রদীপ নত্য

রবীন্দ্র জয়ন্তী পর্বটি শুরু হয়েছিল 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে..' গানের সাথে একটি দলীয় নাচ দিয়ে যা পরিবেশন করে আমাদের সংগঠনের কিশোরী মেয়েরা। এর পর পরিবেশীত হয় রবীন্দ্রনাথের ষড়ঋতু ভিত্তিক গান, নাচ ও আবৃত্তি। নজরুল জয়ন্তী পর্বেও পরিবেশীত হয় নজরুল ইসলামের ষড়ঋতু ভিত্তিক গান, নাচ ও আবৃত্তি। সবশেষ পর্বে ছিল সুকান্ত জয়ন্তী এবং এ পর্বের পুরোটাই পরিবেশন করেন সিডনীর সকলের পরিচিত কণ্ঠ সিরাজুস্ সালেকিন। এতে পরিবেশীত হয় সুকান্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর দু'টি বিখ্যাত গান– 'অবাক পৃথিবী' ও 'রানার রানার'।

অনুষ্ঠানে বি.এস.পি.সি.–র শিল্পী ছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অতিথি শিল্পী অংশগ্রহন করেন। এদের মধ্যে ছিলেন গানে– সিরাজুস্ সালেকিন, কাকলি মুখার্জি, মনজুর হামিদ কঁচি, নাসরীন হামিদ, সুজন আশিক, নিলুফার ইয়াসমীন, শ্যামলী, মোহাম্মদ ফারুক। কবিতায় ছিলেন– হ্যাপী রহমান, রতন কুন্ডু, নির্মল চক্রবর্তী, মালা ঘটক ও বিকাশ নন্দী।

বি.এস.পি.সি.–র শিল্পীবৃন্দের মধ্যে ছিলেন– রঞ্জনা সরকার, নন্দিতা তালুকদার (নীপা), পারমিতা সাহা, মালা ঘটক, অনুলেখা পন্ডিত, স্বপন সাহা রায়, সুবল চৌধুরী ও নির্মল চক্রবর্তী। নৃত্য পরিশেনায় ছিলেন– দলীয় নৃত্যে– অন্তরা চৌধুরী, আরুশা ভৌমিক, প্রমী সাহা, পৃথা বাড়ৈ, ও ঋতু ভট্টাচার্য্য; দ্বৈত নৃত্যে– স্নীগ্ধা দে ও শান্তা দে; একক নৃত্যে– তিথন পাল, ঋতুপর্ণা ধর ও অন্তরা চৌধুরী। তবলায় ছিলেন– জন্মেজয় রায় ও সত্যকিঙ্কর পন্ডিত (পিন্টু)।

দলীয় সঙ্গীতে অংশগ্রহনকারী সোসাইটির শিল্পীবৃন্দ

পুরো অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় ছিলেন জয়ন্তি চৌধুরী। উপস্থিত সকলেই অনুষ্ঠানটি খুব উপভোগ করেন এবং আয়োজকদের সাধুবাদ জানান।

একক সঙ্গীতে সিরাজুস সালেকিন

দ্বৈতনৃত্যে স্নিগ্ধা ও শান্তা দে

দ্বৈত সঙ্গীতে মনজুর হামিদ ও নাসরীন হামিদ

একক সঙ্গীতে মোঃ ফারুক

একক সঙ্গীতে কাকলী মুখার্জি ও তবলায় জন্মেজয় রায়

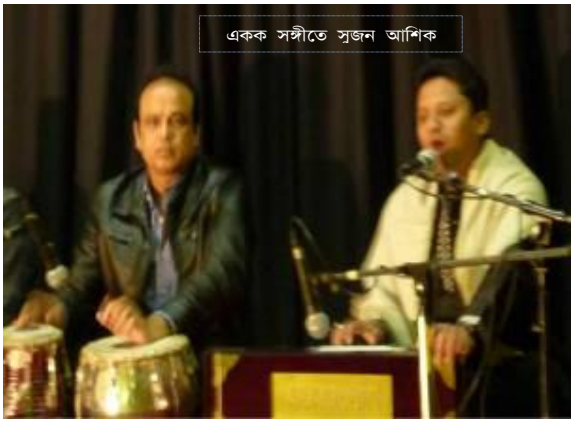
একক সঙ্গীতে সৃজন আশিক

একক সঙ্গীতে নিলুফার ইয়াসমীন

একক সঙ্গীতে শ্যামলী ও তবলায় পিন্টু পন্ডিত

আবৃত্তিতে হ্যাপি রহমান ও রতন কুন্ডু

বি.এস.পি.সি.'র জন–সংযোগ সম্পাদক
নির্মল চক্রবর্তী কর্তৃক প্রচারিত